ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 203–211
www.athenajournalcbm.in

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে মুসলিম জীবনের পর্যালোচনা

ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ২৩.০৪.২০২৫ গৃহীত: ১৪.০৬.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, তাঁর চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসটি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে লিখিত। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আমরা সমকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিম জনজীবনের যে পরিচয় উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে, তা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছি। ঢাকা শহর ও গোটিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের প্রসার, একদিকে দেশীয় সামন্ত ও মালিক-শ্রেণি অপর দিকে পাকিস্তানি-উর্দু শাসকদের অত্যাচার—এই ঐতিহাসিক সামূহিক শোষণের বিরুদ্ধে দানা বেধেছিল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, যার চূড়ান্ত পরিণতি এ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। এখানে শাসক ও শোষক উভয়েই ধর্ম পরিচয়ে মুসলিম, অথচ তাদের ভাষা-সংস্কৃতির বিরোধ শুরু থেকেই চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। কাহিনিতে ঢাকা শহরের পাশাপাশি গোটিয়া গ্রামে পটভূমির বিস্তার অর্থাৎ সমগ্র দেশজুড়ে যে উর্দু শাসক—আইয়ুব খান, মোমেন শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আবার কখনও দেশীয় বুর্জোয়া মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। মুসলিম জীবনের মিথ, সংস্কার, লোকাচার, ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বাস্তবতার উর্দ্ধে উঠে ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে কীভাবে বাঙালি মুসলিম সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে বিপ্লবে সামিল হয়েছে, তা এ উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে।*

সূচক শব্দ: *বাংলাদেশের উপন্যাস, গণঅভ্যুত্থান, মুসলিম জীবন, স্বৈরাচার, নিম্নবর্গ, নামাজ, ইদ, মৃত্যু।*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম।
e-mail: saifulphd@gmail.com

মূল আলোচনা

পশ্চিমবাংলার তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারা কিছুটা ভিন্ন গোত্রের। কেননা, ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হলেও, বাংলাদেশ তখন পূর্ব-পাকিস্তান, পশ্চিম-পাকিস্তানের অধীনে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের পাকিস্তানের স্বৈরাচারী উর্দু শাসকের দাসত্বের মধ্যেই থাকতে হয়। সেকারণে সেখানকার মুসলিম জীবন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের তুলনায় জটিল রূপ লাভ করেছিল। উপরন্তু, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও দেশগঠন হলে, বাংলাদেশ হয় ইসলামিক রাষ্ট্র। তাই, দীর্ঘ ধর্মীয় বাতাবরণ জনজীবনকে রুদ্ধ করে রেখেছিল।

আমরা বর্তমান নিবন্ধে কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে প্রতিফলিত বাঙালি মুসলমানের জীবনের নানান পরিচয় অনুসন্ধান করব। ইলিয়াসের পুরো নাম আখতারুজ্জামান মোহম্মদ ইলিয়াস, পিতা বদিউজ্জামান মোহম্মদ ইলিয়াস, মাতা বেগম মরিয়ম ইলিয়াস, তাঁর জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ এবং মৃত্যু ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৮৬-তে, প্রকাশক ছিল—ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, উৎসর্গ করেন পিতা বি. এম. ইলিয়াসকে। অপর উপন্যাসের নাম না করলেই নয়—'খোয়াবনামা' (১৯৯৬)।

আমাদের মূল উপজীব্য বিষয় ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে মুসলিম জীবনের বৈচিত্র্য এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসের কালখণ্ডে সেই জীবনের লড়াই, যাপন ও উদ্‌যাপন। উপন্যাসটি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অস্থিরতার দলিলচিত্র বলা যায়; এই একই প্রেক্ষাপটে তাঁর 'অপঘাত' এবং 'রেইনকোট' ছোটগল্পদুটিও লিখিত হয়েছিল।

প্রেক্ষাপট ও লেখকের জীবনদর্শন

উপন্যাসটিতে সমান্তরাল দুটি পটভূমি আছে, ঢাকা শহর এবং গোটিয়া গ্রাম। আনোয়ার নামক চরিত্রটি ঢাকার কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ও সে বাম রাজনীতি করে এবং গ্রামে গিয়ে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় যে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুর, গাইবান্ধা জেলার গোটিয়ায় নানাবাড়িতে। আর, তিনি ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করতেন। এখানে আনোয়ার চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনের অনুষঙ্গ আমরা পেয়ে যাই। কথাকার ইলিয়াস মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মার্কসবাদের নিক্তিতেই সময়-সমাজ ও জীবনকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। এবিষয়ে সমালোচক প্রশান্ত মৃধা বলেছেন, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবন-দর্শনের সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে ছিলেন কার্ল মার্কস'। তবে, কেবল তত্ত্বের আলোকে নয়, জীবনের মধ্যে দিয়ে তিনি তত্ত্বকে দেখেছেন এবং তা নিশ্চিতভাবে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। যা, তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস পাঠের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। এবিষয়ে কথাকারের বক্তব্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন—

> "মানুষ শুধু ইতিহাসের উপাদান নয়। কিম্বা কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষও কেবল প্রয়োজনীয় উপকরণমাত্র নয়। শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসের নির্মাতা। তাদের জীবনযাপনকে তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না এবং শ্রমজীবী জীবনযাপন ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে জীবনের গভীর সত্যকে অনুসন্ধানের ভেতর শিল্পচর্চার অর্থময়তা নির্ভর করে। তত্ত্বের ভেতর যে সত্য আছে, তাও উন্মোচিত হবে এই অনুসন্ধানের ফলেই।"[১]

অর্থাৎ, শুকনো তত্ত্ব নয়, জীবনের বিস্তৃত, গহন ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য তাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়েছে। বামপন্থী চিন্তা-চেতনার সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ লেখক শিবির'-এ যোগদান করেন ১৯৮৪ তে, এই সংগঠনের মুখপত্র 'তৃণমূল'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৯২-এ প্রকাশিত 'তৃণমূল'-এর সম্পাদকীয়তে ইলিয়াস লেখেন—

> "মানুষের শক্তি, বহুকালের ও বহুজনের সঙ্গবদ্ধ শক্তিটিকে অনুভব করতে চাই নিজেদের শক্তি দিয়ে। যাকে বলে জীবনে জীবন যোগ করা তা সম্ভব হয়ে ওঠে এভাবেই এবং সৃজনশীলতা নিয়োজিত হয় মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে।"[২]

ইলিয়াস কথিত এই 'জীবনে জীবন যোগ করা', অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমাজের ক্ষয় ও গ্লানিকে চিহ্নিত করে সাহিত্যে রূপ দেওয়া-ই তাঁর জীবন ভাবনার মূল। আলোচ্য উপন্যাসটিতে দেখি ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রশক্তি, অর্থনীতি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক মিথস্ক্রিয়া।

মাত্র দুটি উপন্যাস ও চারটে গল্পগ্রন্থ এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে জাতীয় সাহিত্যের প্রথম সারিতে উঠে আসার নজির খুব বেশি নেই। এ প্রসঙ্গেই অপর সমালোচক আলাউদ্দিন মণ্ডল 'চিলেকোঠার সেপাই: মুসলিম মানস প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—

> "ধর্মে বিশ্বাস থাক না-থাক, জন্মসূত্রের পরিচয়ে নিজ ধর্মভুক্ত সমাজকে সবিশেষ জানার বাড়তি সুবিধাটুকু ইলিয়াসও পেয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সারাজীবনের প্রত্যক্ষণ ও অন্বেষণ। গত শতাব্দীর চারের দশক থেকে এবং আরও বহু আগে থেকে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি গোলকধাঁধার মতো জায়মান। বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্বের দ্বন্দ্ব ও দ্বিত্ব-রহস্য বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য বা অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত ব্যাহত করেছে।"[৩]

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঊনসত্তরের গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা শাসকের বিরুদ্ধে একের পর এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শাসকের ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, জেল, দমন-পীড়ন যত বাড়তে থাকে জনগণের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ চূড়ান্ত আকার নেয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় জাতির নেতা শেখ মুজিবর রহমানের অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হলে, সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয় 'চিলেকোঠার সেপাই'। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে 'চিলেকোঠায়' নামে ইলিয়াস একটি গল্পও লিখেছিলেন। অনেকের মতে, 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস পাঠের সময় স্ল্যাঙের অতিরিক্ত ব্যবহার, অশ্লীলতা এবং যৌনতার প্রসঙ্গ এবং বর্ণনা অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায় নীতিবাদী মানসিকতায়। তবে, এ বিষয়ে লেখক 'কাণ্ডজ্ঞান'-এর কথা বলেছেন—

> "কেবল সাহিত্যে নয়, এমনিতে সব ব্যাপারেই থাকে বলে নীতিবোধ, তাতে আমার কোন আস্থা নেই। নীতিবোধের যে ব্যাপার সেটা আমার মনে হয় ব্রাহ্ম-সমাজের টাইপের, হাস্যকর। ন্যায়বোধ বা সত্য যেটা সেটাকে আমি একদম matter of fact দেখতে চাই। আমি যদি বলি সাধারণ মানুষের ভালোভাবে বাঁচা, এটা কিন্তু কোনও নীতিবোধ থেকে বলি না, এটা হচ্ছে পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞান থেকে।"[৪]

দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তান, বর্তমানের বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র। মুসলিমরাই সেখানে প্রথম শ্রেণির নাগরিক। যদিও, ধর্মীয় বাতাবরণ এবং শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় উভয় বাংলার মুসলিম জীবন আজও অনগ্রসর। উপন্যাসেই সেই অনগ্রসরতার ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। এবিষয়ে গবেষক আফরোজা খাতুন কথাসাহিত্যের প্রেক্ষিতে অনগ্রসরতার বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে—

> "অবরোধ-লাঞ্ছিত মুসলিম নারীর অবরুদ্ধ কামনা; আছে তালাকে জর্জরিত নারীকে নিয়ে ধর্মগুরুদের ফতোয়া বিক্রির সামাজিক প্রতিচ্ছবি; এক স্বামীতে আবর্তিত একাধিক নারীর রুচিহীন জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত। কোরান-শিক্ষার গোঁড়া প্রচলিত প্রথায় জিজ্ঞাসু মনের অতৃপ্তিজনিত ক্ষোভ; গ্রাম্য মাতব্বর আর ধর্মজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে মুসলিম নারীদেরকে শোষণের চিত্র; স্বাধিকার অর্জনের তীব্র তাগিদ থেকে কোনো মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জনের লড়াইও চিত্রিত আছে কোথাও।"[৫]

ইলিয়াসের এই উপন্যাসে পূর্ব-পাকিস্তানের ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, জনজীবনের পরিচয়, আধিপত্যবাদের শাসন ও শোষণ, মুসলিম সমাজের দ্বি-বিভাজিত রাজনৈতিক-সংস্কৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সমসময়ের দুই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের তারতম্য তুলে ধরেছেন শৈলেন সরকার তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই: একটিমাত্র শরীর এবং অনেকগুলি মুখ', নামক রচনায়। যেমন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে—

> "ওসমান গণি যখন ঢাকা শহরে স্কুলছাত্র সেই একই সময়ে কলকাতা শহরে আর একটি ছেলে বড় হয়ে উঠছে। সিদ্ধার্থ। ঢাকায় যখন আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্র' কলকাতায় তখন 'সাধারণ গণতন্ত্র'। পাকিস্তানে যখন পূর্ব আর পশ্চিম মিলিয়ে ৮০ হাজার লোক— যারা মূলত ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য শুধু তারাই প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ-সহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী, ভারত তথা পশ্চিমবাংলায় সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক মাত্রই ভোটদাতা। ষাটের দশকের গোড়াতেই পশ্চিমবাংলায় যখন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে ঢাকা তখন ভোটাধিকারের দাবীতে উত্তাল।...ওসমান গণির উপাখ্যান পড়তে গিয়ে মনে পড়বে সিদ্ধার্থর কথা, সিদ্ধার্থের উপাখ্যান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত উপন্যাস 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র কথা।"[৬]

একইরকম তুলনামূলক আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক মোস্তাফা মোহাম্মদ, যার মধ্যে দিয়ে ইলিয়াসের জীবনদর্শন সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। তিনি বলেছেন—"লোভ, হিংসা, দ্বন্দ্ব-সংকট নিয়েই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই এবং খোয়াবনামা এই উপন্যাসদুটির বুনন হয়েছে।"[৭] গণঅভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে পূর্ব-পাকিস্তানের জটিল বহুধাবিভক্ত জনজীবনের চিত্র ইলিয়াসের আলোচ্য উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের আলোচনায় সমালোচক ফরিদা সুলতানা বলেছেন—

> "ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণে এ ভূখণ্ডের মানুষ তাদের সংগ্রামী জাতি চরিত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জনগণের মুক্তি ঈপ্সায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। উপন্যাসে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সে-চিত্র উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এসে পরিণতি টেনেছে। উপন্যাসে এই সুদীর্ঘ কালাতিহাস ধরা পড়েছে।"[৮]

'লিরিক' পত্রিকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সমালোচক আলাউদ্দিন মণ্ডল লিখেছেন—

> "ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে যে বাংলাদেশ সেখানেও, 'বাংলাদেশি সংস্কৃতি বলে হয় না' বলে মনে করছেন ইলিয়াস। 'সংস্কৃতি' শব্দটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তিনি জানিয়েছেন, বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুর 'বাঙালিত্ব' সত্তার ঊর্ধে মানুষের অসীম সম্ভাবনা ও 'totality' নিয়ে অধিকতর মনোযোগ জরুরি। ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণায় হিন্দুরা যে '2nd class citizen' হয়ে যায় এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর এর প্রবল প্রভাব থাকে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি; 'দুটো আলাদা দেশ থাকার কোনও মানে হয় না। দেশভাগ এদেশের জন্য একটা চরম ট্র্যাজেডি'।...তীব্র ইতিহাসচেতনার সঙ্গে সুগভীর সমাজবোধের কারণে ইলিয়াসের আদর্শ ও দর্শনে নিজস্ব ভুবন নির্মিত।"[৯]

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি, বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সমাজ জীবনে দেশভাগের গভীর প্রভাব সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সচেতন ছিলেন। দেশভাগের ট্র্যাজেডি, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতা তাঁর আলোচ্য উপন্যাসে ওসমান চরিত্রের বাস্তবতার মধ্যে উঠে এসেছে। ইলিয়াসের সমাজভাবনার গভীরে লুকিয়ে আছে মুসলিম জীবন ভাবনা। এ প্রসঙ্গে ইলিয়াস যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য; তিনি বলেছেন—'ব্যক্তিকে স্থাপন করতে হয় সমাজের প্রেক্ষিতে, ব্যক্তির ভেতর দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়, আবার সমাজ গড়ে তোলে ব্যক্তিকে।'

বিশ্লেষণ

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ওসমান গণি ঢাকায় বাস করলেও তার বাবা-মা ইণ্ডিয়াতে বাস করে। তারা ইণ্ডিয়া ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়েও আবার ইন্ডিয়ায় ফিরে যায়। দেশভাগের বাস্তব ও মানসিক শিকড়হীনতার বৈশিষ্ট্য ওসমান চরিত্রে দেখা যায়। ওসমানের ভারত-নিবাসী পিতার সম্পর্কে উপন্যাসে ওসমানের ভাবনা এইরকম—

> "একবার বাস করবে বলে পাকিস্তানে এলো তো আবার ফিরে গেলো কেন? এখানে বাড়িঘর কিছুই করলো না। বছর ছয়েক চাকরি করে একবার ছুটি নিয়ে সেই যে দেশে গেলো, ফেরার নামও করলো না আর। গ্রামে না থাকলে মোড়োলগিরিটা ফলাবে কোথায়!"[১০]

সমকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের একটা বড় অংশের মুসলমানের জীবনের পরিচয় ওসমান চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছে এখানে, যারা কোনো না কোনোও ভাবে দেশভাগের শিকার হয়েছিল। ওসমানের স্বপ্নদৃশ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু হয়েছে, আবার শেষ হয়েছে ওসমানের কল্পলোকের অন্তিম দৌড়ে। ওসমানকে দিয়েই উপন্যাসের শুরু আবার শেষ। তবে এই দুই ওসমানের ব্যবধান ঘটে যায় অনেক বেশি। আবার উপন্যাসে দেখি, আওয়ামী লীগের আলাউদ্দিন আর মুসলিম লীগের রহমতুল্লাহ-র দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আত্মীয়তার অনুভব রয়েছে। ঢাকা শহরের গণ-অভ্যুত্থানের অরাজক চিত্র, আইয়ুব বাহিনীর পাশবিকতা, রাস্তায় রাস্তায় বোমার শব্দ, পুলিশের তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস নিখুঁত পর্যবেক্ষণে গ্রামজীবনেও যে সমকালীন রাজনৈতিক আলোড়ন পড়েছিল তা তুলে ধরেন। উপন্যাসের কাহিনি গ্রামের প্রসঙ্গে প্রবেশ করে একটি চিঠির সূত্র ধরে, জানা যায় গরু চোরের উপদ্রব ভয়ানক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে সামন্ত প্রভুর প্রতিনিধি, শোষক খয়রার গাজী, আনোয়ারের আত্মীয়। এই গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ভূমিহীন দিনমজুর, উদ্ধত বেয়াদপ চেংটু আখ্যানের উজ্জ্বল চরিত্র। 'লিরিক' পত্রিকায় সমালোচক আনু মুহাম্মদ 'উনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই' প্রবন্ধে উপন্যাসে বিধৃত গ্রামীণ শোষণের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "গ্রামের মানুষ বিস্তারিতভাবে ধরা দেয় ইলিয়াসের কলমে। ভিন্ন ভিন্ন জীবন, ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা, জমির জালিয়াতি, সুদের অত্যাচার, বর্গাচাষীর অসহায় আর্তনাদ, পরজীবী টাউট আর জোতদারদের জীবন যাপন, গরীবদের মধ্যে কুসংস্কারের আধিক্য, ধর্মের যোগান সবই আসে।"[১১]

আনোয়ার একজন ভাসানীপন্থী যুবনেতা হিসেবে পূর্বপুরুষের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল কৃষকফ্রন্টে কাজের জন্য। শহরতলিতে বড় হওয়া আনোয়ার গ্রামে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে, খয়রার গাজীর প্রভাব সেখানে অনেক বেশি। তবে আমরা দেখি উপন্যাসে শহরের রহমতুল্লাহের তুলনায় গ্রামের শোষক চরিত খয়রার গাজী চরিত্রটি নিষ্প্রভ।

খয়রার গাজীর সাগরেদ হোসেন আলীর লোকেরা গ্রাম থেকে গরু-বাছুর চুরি করে লুকিয়ে ফেলে ডাকাত-মারা চরে। নফেজ আলির কাছে এই ঘটনা শুনে আনোয়ার চেংটু-করমালিদের নিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। এখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। পচার বাপের প্রসঙ্গে জানতে পারি, সে তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ২০ টাকা নিয়ে এসেছে, তার গরু দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। অথচ তার কাছে দুশ পঁচিশ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে—

> "দুটো গোরুর জন্য আপনার হিসাবে জরিমানা এহ একশ টাকা। আর পঁচিশ টাকা কিসের? আনোয়ার চার্জ করার মতো করে বললে হোসেন আলি কৈফিয়ৎ দেয়, 'যার জমির ফসল গিলেছে তাক ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবো!"[১২]

আলিবক্সের বাহিনী এবং আনোয়ারের বাহিনী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ হানে মূল অত্যাচারী খয়রার গাজীর ওপর। জালাল মাস্টার খয়রার গাজীর প্রাণভিক্ষা চায়। এইভাবে দেখি গ্রামীন প্রেক্ষাপটেও স্বৈরাচারী শোষণের এবং শোষকের পক্ষে সমাজের একটা অংশ সামিল হয়ে যায়।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চল, ছাত্র-যুব জনতার বিক্ষোভে ঢাকা শহরটা ভেঙে পড়ছে, পুলিশ লাঠি-গুলি চালাচ্ছে প্রতিদিন, মৃত্যুমিছিল চলছে আন্দোলনকারীদের। কথাকার ইলিয়াস ঢাকার জনজীবনে এই বিশেষ দিনগুলির ভয়াবহ চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে—

ক. "স্ট্রাইক করা মানুষের সিভিল রাইট। কিন্তু স্ট্রাইক করলে গুলি কইরা মানুষ মারতে হইবো—এই জংলি অ্যাকশন কোন দ্যাশে দেখেছেন? (আলাউদ্দিন) গলা একটু নিচু করে বলে, 'এদের অ্যাকটিভিটি হইল একটাই, মানুষরে যেমন পারো জুলুম করো!"[১৩]

খ. "ডেডবডি সরাবার জন্য টিয়ার গ্যাস মারলো।' মৃতদেহের পরিণতির কথা ভেবে ওসমান ভয় পায়।... আলোর বিন্দুর বিন্যাস এরকম দাঁড়ায় যে, মনে হয় রক্তাক্ত ১টি মৃতদেহ টেনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। মৃতদেহ

> ট্রাকের বাইরে রেলিঙে ঠেকে ঝুলছে। ৪/৫ জন প্রমাণ সাইজের পুলিস ১সঙ্গে টেনেও তাকে রেলিঙের ভেতর নিতে পাচ্ছে না। মৃতদেহের চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফিসের ছাদ থেকে, আজাদ সিনেমার ওপর থেকে, ওদিকে রায়সায়েবের বাজারের উঁচুনিচু টিনের ছাদ থেকে পাবলিক ইটপাটকেল ছুঁড়ছে। .৩০৩ রাইফেলের বুলেট ও টিয়ার গ্যাসের শেল ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে ভাঙাচোরা বোতল।— এইসব গোগ্রাসে দেখছে মৃতদেহের কোটরছোটা চোখজোড়া। তার ২ হাত নেমে গেছে নিচের দিকে, লোহার পাতের মতো এককটি হাতে ঝোলে একেকজন গুলিবিদ্ধ মানুষ।"[১৪]

উপন্যাসে খিজিরের জীবনও চমকপ্রদ। হাড্ডি খিজির রহমতউল্লাহ্ ও পরে আওয়ামী লীগের নেতা আলাউদ্দিনের কয়েকটি রিক্সা ও একটা স্কুটার দেখাশোনা করে। খুব লম্বা, হাতে তার সবসময় স্ক্রু ড্রাইভার এবং প্লায়ার থাকে। তার পিতৃপরিচয় নেই, নিজের অস্থিসর্বস্ব দেহের জন্যই 'হাড্ডি খিজির' আখ্যা পেয়েছে সে। যে চিলেকোঠায় ওসমান থাকে তারই নিচে এক বস্তিতে খিজির তার বউকে নিয়ে থাকে। খিজিরের বউ তার বাড়িওয়ালার চামচা কামরুদ্দীনের আগের বউ। খিজিরের বউ অর্থাৎ জুম্মনের মায়ের গর্ভ নিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ হতে দেখি, তাঁর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিকে ইলিয়াস সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবল কামরুদ্দিনই নয়, রহমতুল্লাহও অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন। তাই উপন্যাসে দেখি—

> "কত উপায় বেরিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তারভ মোড়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ক্লিনিক। ২/৩ মাসের পোয়াতি হলে তো কথাই নাই, ক্লিনিকে একবার নিতে পারলেই হয়! আধা ঘন্টা ভি লাগব না, খালাস কইরা দিবো।"[১৫]

জুম্মনের মায়ের পেটে তার অবৈধ সন্তান বড় হচ্ছে, তাই খিজির আতঙ্কে আছে, যদি মহাজন বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দেয়। তাই সে ওসমানের কাছে আবেদন রাখে—'আপনে কইবেন, খিজিরের তো পোলাপান নাই। অর বৌয়ের প্যাটের বাচ্চাটারে মহাজন যানি নষ্ট না করে।' পুরুষ চরিত্রের স্খালন, অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদন ও নষ্ট করা, নারীর প্রকৃত অবস্থা পুরুষের দাসী এবং পণ্য হয়ে থাকা—এসবই তৎকালীন মুসলিম জীবনের সামাজিক বাস্তবতা।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের গ্রাম-সমাজে 'খোঁয়াড়'-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খয়রার গাজী যে খোঁয়াড়ের তদারকি করে, তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

> "অসাবধান, দায়িত্বহীন ও পরশ্রীকাতর লোকজন নিজেদের গোরুবাছুর দিয়ে অন্যের জমির ফসল নষ্ট করে, জমির মালিক সেগুলো ধরে নিয়ে আসে এখানে। উপযুক্ত জরিমানা দিয়ে প্রকৃত মালিক নিজেদের গোরুবাছুর খালাস করে নেয়।"[১৬]

ইতিহাসে প্রান্তিক জীবনের ইতিবৃত্ত প্রান্তিক ও ব্রাত্য হয়ে থাকে। গভীর সহানুভূতি নিয়ে ইলিয়াস নদী-মাত্রিক বাংলাদেশের প্রান্তিক দরিদ্র ও অসহায় জনজীবনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। যেমন, হোসেন আলি যে ধারাবর্ষায় বসবাস করে, তার জীবনে নদী ও নদী-চর যে ভূমিকা রেখেছে তার বর্ণনা উপন্যাসে এইরূপ—

> "যমুনা ১৭ বার তার ঘর ভেঙেছে। এই শালার নদী, শালী বেশ্যার অধম। কারো প্রতি তার মায়ামোহাব্বত নাই। ঘর ভাঙতে ভাঙতে হোসেন আলির এমন অবস্থা যে জীবনের বিভিন্ন সময়ে বসবাস-করা চরসমূহের কালানুক্রমিক তালিকাও সে দিতে পারবে না।"[১৭]

আবার, এই উপন্যাসে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের প্রসঙ্গটি ২০ সংখ্যক অধ্যায় থেকে এসেছে। এই বিদ্রোহের উত্তরাধিকার কিভাবে সাধারণ মানুষের উপর বর্তায়, সে প্রসঙ্গ দেখা যায় ২১ অধ্যায়ে। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে, কোম্পানির আমলের শুরুতে ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, মজনু ফকির, মুসা শাহ, ভবানী পাঠক—এঁদের ভূমিকা ও অবদানের কথা আনোয়ার গ্রামজীবনের মিথলজি ও কুসংস্কারচ্ছন্ন প্রতিবেশে অনুভব করে।

দেশভাগের প্রভাবের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে উপন্যাসের জনজীবনের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ওসমান যে বাড়িতে ভাড়া থাকে, সে বাড়িটা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"ঘরগুলো ছোটো, এর মধ্যে হার্ডবোর্ড, কাঠের পার্টিশন ও বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘরের সংখ্যা আরো বাড়ানো হয়েছে। ঘরের মূল দেওয়াল খুব পুরু, থামগুলো মোটা। বাড়ি তৈরির সময় মনে হয় শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটি প্রবলরকম ইচ্ছা খুব তৎপর ছিলো। সেই শত্রু কে? কোনো শত্রু না থাকলে বাড়িটাকে এরকম না-দুর্গ না-বাড়ি বানাবার মানে কি? মানে যারা জানতো সেই সাহা কি বসাক কি পোদ্দার মশাইরা ১৯৫০ সালে রহমতুল্লাহ্‌র কাছে বাড়ি বেচে ইন্ডিয়া চলে গেছে।"[১৮]

আবার আমরা দেখি, উপন্যাসের দুই চরিত্র আনোয়ার ও জালাল মাস্টারের কথোপকথনে উঠে এসেছে—

"...জালাল মাস্টার হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'দ্যাখো, মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম, জওহরলাল নেহরু, ফজলুল হক, শহীদ সোহ্‌রোওয়ার্দি—এই সব বড়ো বড়ো ঘরের উচ্চ শিক্ষিত মানুষ অগ্রসর না হলে দেশে স্বাধীনতার সূর্য উদয় হয়? 'বিদেশীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, তার আবার বড় ঘর ছোট ঘর কি? দেশের সকল অধিবাসীর সংগ্রাম।"[১৯]

এইভাবে দেশভাগের চেতনা সমকালীন গণভ্যুত্থানের রাজনৈতিক গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে দেখি। ওসমানের পরিবারে সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের মাঝখানে কাঁটাতার থেকে গেছে। এমনকি, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভারত থেকে উদ্বাস্তু মুসলিম পরিবারের সংগ্রাম ও বিচ্ছিন্নতার মনস্তত্ত্ব, দেশভাগ জনিত অনিকেত-বোধ সক্রিয় রয়েছে কাহিনি ধারায়।

উপন্যাসের শহর ও নগরের জীবনের মধ্যেও পার্থক্য আছে। শহরের জীবন অনেক বেশী ভোগবাদী, আধুনিকতার ছোঁয়ায় কৃত্রিম। আর গোটিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে ইলিয়াস আবহমান বাংলার মুসলিম জীবনের লোকাচার, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি এমনকি কিংবদন্তী ও মিথের এক অন্য জগতকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন, যেখানে বিপ্লব ঠিক সে অর্থে পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে নয়, যতটা মধ্যসত্বভোগী সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে ঘটেছে। আমরা উপন্যাসে মুসলিম জীবনের আরও যে পরিচয়গুলি পায়, সেগুলি হলো—

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের চিত্র ফুটে ওঠে। একইসঙ্গে টুপি পরিধানের প্রসঙ্গ এসেছে—রহমতউল্লাহের জিন্না টুপির সাংকেতিক ব্যবহার আমাদের চমকিত করে। উপন্যাসে আমরা দেখি পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে দেশভাগের প্রত্যয় ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি আস্থা ও চেতনা কাজ করেছে। আবার ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরিচয় ও পরিসরকে যুক্তি দিয়ে বুঝে নেওয়ার বিষয়টিকেও ইলিয়াস উপন্যাসের মুসলিম জীবনের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। ওসমানের বাড়িওয়ালার সামাজিক দাপট দেখানোর প্রসঙ্গে ওসমান নানান অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করেছে। যেমন—

"বাড়িওয়ালার মাথায় কালো জিন্না টুপি। গভর্নর গতবার এখানকার কম্যুনিটি উদ্বোধন করতে এলে মহল্লার একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক গণতন্ত্রী হিসাবে রহমতুল্লা টুপিটি উপহার পায়। তবে সবসময় সে সাদা কিস্তি টুপিই পরে। কেবল নিজের দাপট দ্যাখাবার দরকার হলে জিন্না টুপিটাকে সে ব্যবহার করে মুকুটের মতো।"[২০]

রমজান মাসের পর ঈদ উদযাপন, পোশাক ও খাবারের কথা উপন্যাসে উল্লেখ আছে। উপন্যাসে ওসমান ও খিজিরের কথপোকথনে দেখি—

"আরে ঈদের দিন ভি মাইপা খাইবেন? ঈদ উদ মনে লয় মানেন না, না? নামাজ ভি পড়েন নাই?...ঈদের দিন উইঠা নাহাইয়া উহাইয়া সাফসুতরো হইয়া নামাজ পড়তে যাইবেন। রিশতাগো লগে মিলবেন, পড়শিগো লগে মিলবেন! তয় না মোসলমানের পোলা!'

ঈদের দিন খিজির আলি মুসলমানের সন্তান হওয়ার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালায়। আজ খুব ভোরে রাত থাকতে উঠে রাস্তার কলে ৫৭০ সাবান দিয়ে গা কচলে গোসল করেছে। গায়ে চড়িয়েছে আলাউদ্দিন মিয়ার দেওয়া বুকে সাদা সুতোর মিহি কাজ করা আদ্দির কল্লিদার পাঞ্জাবি।"[২১]

সামাজিক আচার-বিশ্বাস, রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস

উপন্যাসে পুরান ঢাকার একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারের ছবি দেখা যায়, যেখানে বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের সহাবস্থান। রানুর পরিবার এবিষয়ে একটি উদাহরণ। বিবাহের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মতির গুরুত্ব, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রানুর বিবাহের আলোচনা এবং তার মানসিক টানাপোড়েন এর প্রমাণ। পুরান ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ জীবনে প্রতিবেশীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। একই সাথে পরনিন্দা, পরচর্চা, কৌতূহলও এই জীবনের অংশ। উপন্যাসে রাজনৈতিক কারণে মৃত্যু (যেমন মিছিলে পুলিশের গুলিতে আবু তালেবের নিহত হওয়া) এবং স্বাভাবিক মৃত্যু উভয়ই এসেছে। মৃত্যুর পর দাফন-কাফন, কুলখানি ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির উল্লেখ আছে। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইসলামি ও লৌকিক আচার পালিত হয়। গ্রামের বিচারসভার জালাল মাস্টারের মৃত্যদণ্ড দেওয়া হলে সে কাতর অনুনয় জানিয়েছিল— 'মৃত্যুর আগেই তাই একবার জুম্মার নামাজ পড়বার চায়'। এছাড়া, সন্তানের জন্মের পর আকিকা, কানে আজান দেওয়া, নামকরণের মতো বিষয়গুলো ইসলামি প্রথা অনুযায়ী হলেও, এর সাথে অনেক স্থানীয় বিশ্বাসও জড়িয়ে থাকে। মৃত্যুতে জানাজা, দাফন, কুলখানি, চল্লিশা ইত্যাদি পালিত হয়।

গ্রামীণ জীবনের পরিচয় এ উপন্যাসে আনোয়ারের প্রসঙ্গে এসেছে। গোটিয়া গ্রামে জালাল মাস্টার, খয়রার গাজী, আফসার গাজী ও হোসেন আলি ফকিরের বিরুদ্ধে করমালিও, চেংটুদের রাজনৈতিক দীক্ষা দিয়েছে আনোয়ার। কিন্তু, গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের কাছে ভয় পেয়েছে সেও। ডাকাত মারা চর, বৈরাগী ভিটা ও বৃদ্ধ বটগাছ, জীন-পরির প্রসঙ্গের উল্লেখ মিথ ও কিংবদন্তির পরিচয় এনেছে। প্রবাদপ্রতিম রহস্যের আধার বৈরাগীর ভিটা ছিল গ্রামীণ সামাজিক জীবনের একটি প্রধান কেন্দ্র, নামাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সেখানে সম্পন্ন হয়, এমনকি হত্যাও।

উপসংহার

একদিকে পাকিস্তানপন্থি মুসলিম আর বিপরীতে স্বাধীনতার চেতনায় জাগ্রত মুসলিম সমাজের সংঘর্ষের ইতিবৃত্তই 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের কাহিনির মূল। মুসলিম জীবনের বহুমাত্রিক, দ্বন্দ্বিক বাস্তবতার পরিচয় আমরা এই উপন্যাসের আলোচনায় অনুসন্ধান করলাম। এছাড়াও কাহিনির নানান জায়গায়— 'ছেলের হাতের একমুঠি মাটি', 'নেকাব পর্যন্ত ঝোলানো বোরখাপরা ১ মহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় কোরান শরীফ পড়ছে', 'নিহত যুবকের মায়ের বিলাপে খাটিয়া ভারি হয়ে উঠছে', 'জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররমে জানাজা, জানাজার পর আজিমপুর গোরস্তানে দাফন হবে', 'তালেব হত্যার পর এই প্রথম ঈদ, ওর মায়ের বিলাপে তালেবের ঈদ উদ্‌যাপনের নানারকম স্মৃতিচারণ', 'পীরসাহেব', 'জীন'—প্রভৃতি শব্দে, বাক্যবন্ধে, অনুষঙ্গে বাংলাদেশের মুসলিম জীবনের উদ্ভাস দেখা যায়। যদিও ইলিয়াস প্রথমাবধি মুসলিম জীবনই কেবল নয় বৃহত্তর অর্থে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালির জীবন-সঙ্কট, বোধ-বধি, যাপনের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তার 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র-পাত্র, জনজীবনের বর্ণনা স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জীবনের প্রেক্ষিতে বা সাপেক্ষে বিচার করা কখনোই সম্ভব নয় এবং শেষাবধি স্বীকার্য, তিনি বাংলাদেশের অন্যতম অপ্রতিরোধ্য কথাকার। তাই সমালোচক প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন—

> "একটি নির্দিষ্ট সময়ের একটা নির্দিষ্ট জনপদের সরল বক্র জীবনের গতিপ্রকৃতি, তার গোপন প্রকাশ্য অলিগলি, দ্বন্দ্ব ঐক্য সংঘাত প্রেম ঘৃণা সব কিছু নিয়ে চিলেকোঠার সেপাই একদিকে যেমন হয়ে ওঠে একটি অসাধারণ শিল্প তেমনই তা হয়ে ওঠে এক বস্তুনিষ্ঠ দলিল।"[২২]

পূর্ব-পাকিস্তানের শোষক ও শোষিত উভয় শ্রেণির মানুষের পরিচয় ফুটেছে উপন্যাসে, আর তারা সবাই মুসলিম জনগোষ্ঠীর। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার বিপ্লবী প্রত্যয়ে ভাষা-আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান হয়ে মুক্তিযুদ্ধের

মধ্যে দিয়ে নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' গঠিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাপথে ১৯৬৯-এর পটভূমিতে জাতীয় নেতা মুজিবর রহমান যখন অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ, সেই সময়ের আন্দোলনের পরিচয় এই উপন্যাসে উঠে এসেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে কোনো রকম রোমান্টিকতা বা অতিরঞ্জন ছাড়াই মুসলিম জীবনের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, কুসংস্কার ও মিথকে বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরেছেন কথাবয়নে। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে এই বিষয়গুলো গণঅভ্যুত্থানের মতো একটি বিশাল রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতে প্রভাবিত হচ্ছে, এবং কীভাবে ব্যক্তিমানুষের মনস্তত্ত্ব এর দ্বারা আলোড়িত হচ্ছে। ওসমান গণির চিলেকোঠাটি কেবল একটি বাসস্থান নয়, এটি যেন তৎকালীন ঢাকা শহরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি পীঠস্থান, যেখান থেকে লেখক উনসত্তরের অস্থির জটিল বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। এই উপন্যাসটি তাই শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, এটি তৎকালীন মুসলিম জনজীবনের এক গভীর সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসও বটে।

সূত্রনির্দেশ:

১. সাহা, পৃথ্বীশ, (১৯৯৭), (সম্পা.), ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবন ও সমাজ ভাবনা,* নান্দীমুখ, মুক্তাক্ষর ও পাঠক সমাবেশ প্রভৃতি প্রকাশনী, পৃ. ৪০।

২. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, (১৯৯২), (সম্পা.), *তৃণমূল,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ), পৃ. ১।

৩. শাকেরউল্লাহ, মোহাম্মদ, (২০১৪), (সম্পা.), মণ্ডল, আলাউদ্দিন, চিলেকোঠার সেপাই: মুসলিম মানস প্রসঙ্গ, *নবপর্যায় অজম সংখ্যা,* উষালোক, পৃ. ৫৮।

৪. সাহা, পৃথ্বীশ, (১৯৯৭), (সম্পা.), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫০।

৫. খাতুন, আফরোজা, (২০১১), *বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৭।

৬. মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল, (২০০৫), (সম্পা.), *বিষয়: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস,* মহাযান সাহিত্যপত্র, পৃ. ৯।

৭. মোহাম্মদ, মোস্তাফা, (১৯৯৮), *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ: একটি তুলনামূলক পঠন প্রক্রিয়া,* তৃণমূল প্রকাশনী, পৃ. ২৩৭।

৮. সুলতানা, ফরিদা, (১৯৯১), *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা ১৯৪৭-১৯৮৭,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৭৪।

৯. শাকেরউল্লাহ, মোহাম্মদ, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬০।

১০. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, (২০১০), *চিলেকোঠার সেপাই,* প্রতিভাস, পৃ. ৮।

১১. ইউসুফ, এজাজ, (১৩৯২), (সম্পা.), মুহাম্মদ, আনু, ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই, *লিরিক পত্রিকা,* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, পৃ. ২০।

১২. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, (২০১০), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৮৯।

১৩. *তদেব,* পৃ. ১৫।

১৪. *তদেব,* পৃ. ৩৭।

১৫. *তদেব,* পৃ. ১৭৯।

১৬. *তদেব,* পৃ. ১৮৩।

১৭. *তদেব,* পৃ. ১৭৯।

১৮. *তদেব,* পৃ. ৯।

১৯. *তদেব,* পৃ. ১৩৪।

২০. *তদেব,* পৃ. ১০।

২১. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, (২০১০), *চিলেকোঠার সেপাই,* প্রতিভাস, পৃ. ৪১।

২২. ইউসুফ, এজাজ, (১৩৯২), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৬।